স্ত্রীদের অধিকার আদায় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের প্রতি উৎসাহিত করার মতো একটি চিন্তা-উদ্রেককারী লিখনী

স্বামীর কেমন হওয়া উচিত?

- স্ত্রীর হকের গুরুত্ব ৫
- স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে বাণী ৮
- বদমেজাজী স্ত্রী ও ধৈর্যশীল স্বামী ১৩
- স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ১৯
- প্রকৃতির বিধান পরিবর্তনের পরিণতি ২২
- যদি মতবিরোধ বেড়ে যায় তবে কী করণীয়? ৩৮
- বিবাহিত ইসলামী ভাইদের জন্য ১৯টি মাদানী ফুল ৪৩

উপস্থাপনায়:
মজলিসে মদীনাতুল ইলমিয়া
(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

স্বামীর কেমন হওয়া উচিত? [১]

দরূদ শরীফের ফযিলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের মজলিসসমূহকে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে সজ্জিত করো, কারণ তোমাদের দরূদ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. মুবাল্লিগে দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযি মজলিসে শূরার নিগরান হযরত মাওলানা হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّہُ الۡعَالِی এই বয়ানটি ২১ রবিউস সানী ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৬ মার্চ ২০১১ সাল শনিবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচীতে প্রদান করেন। পহেলা রবিউস সানী ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ১৯ এপ্রিল ২০০৭ ইং তারিখে ফয়যানে মদীনায় করা আরো একটি বয়ান "ঘরের অফিসার"-এর সাথে এই বয়ানটিকে যুক্ত করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের পর ৩রা সফরুল মুযাফফর ১৪৩৫ হিজরী মোতাবেক ২৬ নভেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে লিখিত আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(দাওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা বিভাগ, মাকতাবাতুল মদীনা মজলিস)

২. মুসনাদুল ফিরদাউস, ৩/৪১৭, হাদীস: ৩১৪৮।

স্বামীর উপর স্ত্রীর অনুগ্রহ

এক ব্যক্তি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো। যখন দরজার কাছে পৌঁছালো, তখন তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে (রাগান্বিত অবস্থায়) উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনলো। যখন লোকটি এই ঘটনা দেখল, তখন সে এই বলতে বলতে ফিরে গেল যে, আমি তো আমার স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে তো স্বয়ং আমীরুল মু'মিনীনও একই সমস্যায় জর্জরিত। পরে হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক্বে আ'যম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকটিকে ডেকে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে আরয করলো: হুযুর! আমি তো আপনার দরবারে আমার স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু যখন দরজায় আপনার সম্মানিত স্ত্রীর কথা শুনলাম, তখন আমি ফিরে গেলাম। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: আমার স্ত্রীর আমার উপর কিছু হক রয়েছে, যার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই।

☆ সে আমার জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর মাধ্যম, তাঁর কারণে আমার অন্তর হারামের আকাঙ্ক্ষা থেকে বেঁচে থাকে। ☆ যখন আমি ঘর থেকে বের হই, তখন সে আমার সম্পদ রক্ষা করে। ☆ সে আমার কাপড় ধৌত করে দেয়। ☆ সে আমার সন্তানের প্রতিপালন করে। ☆ সে আমার জন্য খাবার রান্না করে।

এই শুনে লোকটি বলে উঠল যে, এই সমস্ত সুবিধা তো আমিও আমার স্ত্রীর কাছ থেকে পাই, কিন্তু আফসোস! আমি তার

www.dawateislami.net

এই সেবা ও অনুগ্রহের কথা মাথায় রেখেও কখনো তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করিনি, আজ থেকে আমিও ক্ষমা করে দেব।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক পুরুষ এবং নারীকে যৌন বিপথগামিতা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর জন্য এবং মানব বংশের স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তির জন্য যে সুন্দর সম্পর্কের মালায় গেঁথেছেন, সেই সম্পর্ককে বিবাহ বলা হয়। এই সম্পর্ক যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই স্পর্শকাতরও, কারণ একে অপরের মেজাজের বিপরীত কথা সহ্য না করা, ক্ষমা না করা এবং একে অপরের ভালো গুণগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু দুর্বলতার দিকে নজর রাখার অভ্যাস বৈবাহিক জীবনে বিষ ঢেলে দেয়। যার ফলে ঘর হয়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। অথচ পারস্পরিক সহযোগিতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ক্ষমা এবং সহনশীলতা জীবনে আনন্দের রঙ ছড়িয়ে দেয়। বর্ণিত ঘটনায় হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আ'যম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর আলোচনা এবং তাঁর কর্মের মাধ্যমে স্ত্রীর অভিযোগ নিয়ে আসা ব্যক্তির কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একজন স্বামীর কেমন হওয়া উচিত। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ব্যক্তিকে যেই মাদানী ফুলগুলো দান করেছেন, তা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে, স্বামীর ক্ষমাশীল, সহনশীল এবং উদার হৃদয়ের অধিকারী হওয়া উচিত। সত্যিই যদি স্বামী তার স্ত্রীর ভালো গুণ এবং তার অনুগ্রহের দিকে নজর রাখে এবং ছোটখাটো ভুলের জন্য তাকে

---

১. তানবীহুল গাফিলীন, বাবু হক্কুল মারআতি আলায যাওজ, পৃঃ ২৮০।

ক্ষমা করে দেয়, তবে এমন কোনো কারণ নেই যে, তার ঘর সুখের নীড় হবে না। কিন্তু আফসোস! আজকাল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য এবং ঝগড়া-বিবাদের রোগ প্রায় প্রতিটি ঘরেই ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে ঘরে ঘরে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আসলে আমাদের প্রত্যেকেই চায় যে, আমার হকসমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করা হোক এবং সে ভুলে যায় যে, অন্যদেরও কিছু হক আছে, যা আদায় করা আমার উপর আবশ্যক। ঠিক এখান থেকেই মতবিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে, যা বাড়তে বাড়তে ঝগড়ার রূপ নেয় এবং মানসিক শান্তি ও স্বস্তি জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। যদি স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে অপরের হক আদায় করে এবং নিজের হকের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করে, তাহলে ঘর শান্তি ও স্বস্তির নীড়ে পরিণত হবে।

ঘরের সমৃদ্ধিতে স্বামীর ভূমিকা

ঘরকে শান্তি ও সুখের নীড় বানাতে স্বামীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সে তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন না করে এবং স্ত্রীর হক পূরণ না করে, তাহলে তার ঘরে সুখের ফুল কীভাবে ফুটবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীদের হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

(পারা ২, আল বাকারা: ২২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নারীদেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়তানুযায়ী।

অর্থাৎ যেমন নারীদের উপর স্বামীদের হক আদায় করা ওয়াজিব, তেমনই স্বামীদের উপরও নারীদের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।[১] ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: বিবাহের হকসমূহের মধ্যে নারীদের হক পুরুষদের উপর তেমনই ওয়াজিব যেমন পুরুষদের হক নারীদের উপর ওয়াজিব। একারণেই হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নিঃসন্দেহে আমি আমার স্ত্রীর জন্য নিজেকে সজ্জিত করি, যেমন সে আমার জন্য সাজ-সজ্জা করে এবং আমি এটা পছন্দ করি যে, আমি সেই সমস্ত হক ভালোভাবে অর্জন করি, যা আমার তার উপর আছে এবং সেও তার হক অর্জন করে, যা তার আমার উপর আছে। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (আর নারীদেরও হক তেমনিই রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর, শরীয়তানুযায়ী)এবং তাঁর থেকেই এটি বর্ণিত আছে যে, স্ত্রীদের সাথে ভালো সঙ্গ এবং উত্তম আচরণ স্বামীদের উপর তেমনই আবশ্যক যেমন স্ত্রীদের উপর প্রতিটি (জায়িয) কাজে স্বামীদের আনুগত্য ওয়াজিব, যা তারা তাদের আদেশ দেন।[২]

স্ত্রীর হকের গুরুত্ব

যাইহোক শরয়ী ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই স্ত্রীর হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বামীর উচিত এর প্রতি খেয়াল রাখা।

---

১. খাযাইনুল ইরফান, পারা ২, আল-বাকারা, ২২৮ নং আয়াতের পাদটিকা।
২. তাফসীরে কুরতুবী, পারা ২, আল-বাকারা, ২২/নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৯৬।

www.dawateislami.net

এছাড়াও স্ত্রীর জায়িয দাবি পূরণ করা এবং জায়িয ইচ্ছা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। যেমন; স্বামী চায় যে, তার স্ত্রী তার জন্য সেজেগুজে থাকুক, তেমনই তারও উচিত স্ত্রীর স্বাভাবিক ইচ্ছার কথা মাথায় রেখে তার মনতুষ্টির জন্য পোশাক ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া, সে মুখে এই কথা বলুক বা না বলুক।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা তোমাদের কাপড় ধৌত করো, তোমাদের চুলের যত্ন নাও এবং মিসওয়াক করে সৌন্দর্য ও পবিত্রতা অর্জন করো। কারণ বনী ইসরাঈল এই জিনিসগুলোর প্রতি খেয়াল রাখত না, একারণে তাদের নারীরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।[১]

প্রিয় আকা, মাক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন এলোমেলো চুলের লোককে দেখে ইরশাদ করলেন: সে কি এমন কোনো জিনিস (তেল, চিরুনি) পায় না, যা দিয়ে সে তার চুল পরিপাটি করতে পারে? আরেকজনকে দেখলেন যে, ময়লা কাপড় পরে আছে, ইরশাদ করলেন: সে কি পানি পায় না, যা দিয়ে সে তার কাপড় ধুয়ে নিতে পারে?[২]

---

১. জামেয়ে সগীর, পৃঃ ৭৮, হাদীস: ১২১৮।
২. আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, ৪/৭২, হাদীস: ৪০৬২।

পরিচ্ছন্নতার বিশেষ গুরুত্ব

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনধারাও অতুলনীয় এবং অনুকরণীয়। হযরত সায়্যিদুনা শুরাইহ ইবনে হানী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কী কাজ করতেন? তিনি বললেন: তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।(১)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন যে, আমি আমার মাথার মুকুট, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কখনো ময়লা-আবর্জনা অবস্থায় দেখিনি। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন পরপর মাথায় তেল লাগানো পছন্দ করতেন এবং ইরশাদ করতেন যে, আল্লাহ পাক ময়লা-আবর্জনা, এলোমেলো চুলওয়ালা ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন।(২)

এ থেকে বোঝা গেল যে, স্বামীর উচিত পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং যথাসম্ভব তার স্ত্রীর প্রত্যাশা পূরণ করা এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে জীবন নামক গাড়িটি জীবনের রাজপথে সাফল্যের সাথে চলতে পারে। আসুন! স্ত্রীদের হকের বিষয়ে

---

১. মুসলিম, কিতাবুত তাহারাহ, পৃঃ ১৫২, হাদীস: ২৫৩।
২. শু'আবুল ঈমান, ৫/১৬৮, হাদীস: ৬২২৬।

স্বামীদের জন্য উপদেশমূলক মাদানী ফুল সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করি।

স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী

১. خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীর কাছে তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।[১]

২. "لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ" কোনো মুসলমান পুরুষ (স্বামী) কোনো মুসলমান নারীর (স্ত্রীর) প্রতি ঘৃণা করবে না, যদি তার একটি অভ্যাস অপছন্দ হয় তবে অন্যটি পছন্দ হবে।[২]

৩. তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার স্ত্রীকে এমনভাবে না মারে, যেমন সে দাসকে মারে, তারপর দিনের শেষে তার সাথে সহবাস করে।[৩]

৪. নারীদের সম্পর্কে ভালো উপদেশের অসীয়ত গ্রহণ করো। তারা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হলো উপরেরটি। যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও তবে ভেঙে ফেলবে এবং যদি তাকে ছেড়ে দাও

---

১. ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুন নিকাহ, ২/৪৭৮, হাদীস: ১৯৭৭।
২. মুসলিম, কিতাবুর রিদা', পৃঃ ৭৭৫, হাদীস: ১৪৬৯।
৩. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৬৫, হাদীস: ৫২০৪।

তবে সে বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সম্পর্কে ভালো উপদেশের অসীয়ত গ্রহণ করো।[১]

৫. নারী পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সে তোমার জন্য কখনো সোজা হবে না। যদি তুমি তার থেকে উপকার পেতে চাও তবে তার বাঁকা অবস্থাতেই তার থেকে উপকার নাও এবং যদি সোজা করতে চাও তবে তাকে ভেঙে ফেলবে এবং তার ভাঙা হলো তালাক।[২]

নিখুঁত স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস নং ২ এর আলোকে লিখেন: سُبْحٰنَ الله কী চমৎকার শিক্ষা! উদ্দেশ্য হলো, নিখুঁত স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব। অতএব যদি স্ত্রীর মধ্যে দু-একটি খারাপ গুণ থাকেও, তবে তা সহ্য করো, কারণ কিছু ভালো গুণও পাবে। এখানে মিরকাত প্রণেতা বলেন: যে নিখুঁত সঙ্গীর সন্ধানে থাকবে, সে দুনিয়াতে একাই থেকে যাবে। আমরা নিজেরাই হাজারো খারাপ গুণের উৎস, প্রত্যেক বন্ধু-স্বজনের খারাপ গুণগুলো ক্ষমা করো, ভালো গুণগুলোর দিকে নজর রাখো, হ্যাঁ! সংশোধনের চেষ্টা করো, নিখুঁত তো কেবল রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছিলেন।[৩]

---

১. বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৫৭, হাদীস: ৫১৮৬।
২. মুসলিম, কিতাবুর রিদা', পৃঃ ৭৭৫, হাদীস: ১৪৬৮।
৩. মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৮৭।

চিন্তার মুহূর্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তার চারপাশের পরিবেশের দিকে তাকায় এবং চিন্তা করে, তবে সে এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না যে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পদে পদে তার যে যে জিনিসের প্রয়োজন হয় বা যে যে ব্যক্তির সাথে তার দেখা হয়, সেই সমস্ত জিনিস বা সমস্ত ব্যক্তি তার মেজাজের সাথে পুরোপুরি মেলে না, বরং এটা বলা অন্যায় হবে না যে, অধিকাংশই মেজাজের বিপরীত হয়। দেশ হোক বা শহর, মহল্লা হোক বা বাজার, অফিস হোক বা বাড়ি, প্রতিবেশী হোক বা আত্মীয়-স্বজন, কে জানে কার কার প্রতি সে বিরক্ত এবং কে কে তার প্রতি বিরক্ত হয়! কিন্তু তা সত্ত্বেও ভদ্রতা, বাধ্যতা বা কৌশলের কারণে সমঝোতা এবং সহনশীলতার সহিত কাজ করে একে অপরের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং সম্পর্কের দেয়ালে ফাটল ধরতে দেয় না। ঠিক এমনই হলো অন্যান্য জিনিসের ব্যাপারে যে, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে ব্যবহার করার পর্যন্ত না জানি কত জিনিস এমন আছে, যা সব দিক থেকে আপনার চিন্তা, ইচ্ছা এবং মানদণ্ডের সাথে মেলে না, কিন্তু সেগুলো আপনার প্রয়োজন, তাই আপনি কোনোভাবেই সেগুলো ছাড়তে প্রস্তুত নন। একটু ভাবুন! যখন আপনি দুনিয়ার অনেক জিনিসকে অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আপন করে নেন, তখন সেই সত্তার জন্য এই দ্বৈত মানদণ্ড কেন, যে আপনার জীবনসঙ্গী, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এবং আপনার সমস্ত প্রয়োজনের খেয়াল রাখে? এটা কি এজন্য যে, আপনি তার

শাসক ও কর্তা, যেমন খুশি তার সাথে আচরণ করবেন? কেবল আপনিই কি তার শাসক, আপনার কোনো শাসক নেই? কেবল স্ত্রীই কি স্বামীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, স্বামী কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়? মনে রাখবেন! যদি তার উপর আপনার শাসন চলে, তবে আপনার উপরও আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাকের শাসন চলে। যদি আজ ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে কথায় কথায় অন্যায়ভাবে তাকে অপমান করেন, তবে এমন না হয় যে, কাল কিয়ামতের দিন হাশরের খোলা ময়দানে সবার সামনে আপনাকেও অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। আর এটাও তো ভাবুন যে, যখন সে আপনার অনেক মেজাজের বিপরীত কথা ও অভ্যাসকে নীরবে সহ্য করে নেয়, তখন আপনি কি তার কয়েকটি অভ্যাসের উপর ধৈর্য ধরতে পারেন না...? আপনি কি তার ছোট ছোট ভুলের জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারেন না...? আপনি কি তার অসংখ্য সেবার প্রতিদান ক্ষমা ও ক্ষমার মাধ্যমে দিতে পারেন না...? কে জানে, এই ক্ষমাই হয়তো কাল কিয়ামতের দিন আপনার গুনাহের ক্ষমার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি।

স্ত্রীর ভুল ক্ষমা করার পুরস্কার

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ৪৭২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বয়ানাতে আত্তারিয়া” এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারে বেশি

লবণ দিয়েছিল। তার খুব রাগ হয়েছিল, কিন্তু এই ভেবে সে রাগ গিলে ফেলল যে, আমিও তো ভুল করি, যদি আজ আমি স্ত্রীর ভুলের জন্য কঠোরভাবে ধরি, তবে এমন না হয় যে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমার ভুলের জন্য ধরেন। তাই সে মনে মনে তার স্ত্রীর ভুল ক্ষমা করে দিল। ওফাতর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কী ব্যবহার করেছেন? সে উত্তর দিল যে, গুনাহের আধিক্যের কারণে আযাব হতে চলেছিল যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমার বান্দী তরকারিতে বেশি লবণ দিয়েছিল এবং তুমি তার ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিলে, যাও আমিও তার প্রতিদানে তোমাকে আজ ক্ষমা করে দিলাম।

سُبْحٰنَ الله দেখলেন তো আপনারা! আল্লাহ পাক এর রহমত কত বিশাল যে, এমন এক ব্যক্তি, যে গুনাহের আধিক্যের কারণে আযাবগ্রস্ত হতে চলেছিল, তার সমস্ত গুনাহ শুধু এই কারণে ক্ষমা করে দেওয়া হলো যে, সে তার স্ত্রীর একটি ছোট অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিল। যদি আমাদের প্রত্যেকে নিজেদের স্ত্রীর ভুল এবং অসদাচরণের উপর ধৈর্য ধরতে শুরু করি, তবে শুধু ঘরেই ভালোবাসা ও শান্তি এবং পারস্পরিক ঐক্যের পরিবেশ তৈরি হবে না বরং আমলনামায়ও নেকীর পাহাড় জমে যাবে।

হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্যের মতো সাওয়াব

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মন্দ আচরণের উপর ধৈর্য ধরবে, আল্লাহ পাক তাকে হযরত

আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর বিপদে ধৈর্য ধারণ করার মতো প্রতিদান প্রদান করবেন এবং যদি কোনো নারী তার স্বামীর মন্দ আচরণের উপর ধৈর্য ধরে, তবে আল্লাহ পাক তাকে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার সাওয়াবের মতো প্রতিদান দান করবেন।[১]

বদমেজাজী স্ত্রী ও ধৈর্যশীল স্বামী

বর্ণিত আছে যে, একবার শেখ আবুল হাসান খারকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেলায়েতের খ্যাতি শুনে বিখ্যাত দার্শনিক বু আলী সীনা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য খারকানে পৌঁছান। যখন তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শায়খ কোথায়? তখন ভেতর থেকে উত্তর আসে যে, তুমি এক ধর্মহীন ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে শায়খ বলো! আমি জানি না শায়খ কোথায়, তবে আমার স্বামী জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে গেছে। এই শুনে বু আলী সীনার মনে নানা রকম চিন্তা আসতে লাগল যে, যখন তাঁর স্ত্রীই এই ধরণের কথা বলে, তখন তাঁর মর্যাদা আর কী হবে! যদিও আমি অনেক প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তারপর যখন তিনি তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের দিকে রওনা হলেন, তখন দেখলেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সিংহের পিঠে কাঠ চাপিয়ে আসছেন। এই দৃশ্য দেখে বু আলী সীনা খুব অবাক হলেন এবং কদমবুসি করে আরয করতে লাগলেন: হুযুর! আল্লাহ পাক পাক তো আপনাকে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, কিন্তু

১. কিতাবুল কাবাইর, পৃঃ ২০৬।

আপনার স্ত্রী আপনার সম্পর্কে খুব খারাপ কথা বলে, এর কারণ কী? তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উত্তর দিলেন যে, যদি আমি এমন স্ত্রীর বোঝা বহন না করতাম, তবে এই সিংহ আমার বোঝা কেন বইত? (১) (অর্থাৎ আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর কটূক্তির উপর ধৈর্য ধরি, তাই আল্লাহ পাক জঙ্গলের সিংহকেও আমার অনুগত করে দিয়েছেন)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর আদর্শ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবন আমাদের সকলের জন্য আলোকবর্তিকা এবং সর্বোত্তম নমুনা। জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা সম্পর্কে আমরা তাঁর কাছ থেকে নির্দেশনা পাই না। এমনকি একজন পুরুষের আদর্শ স্বামী হওয়ার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ও তাঁর জীবন থেকে শেখা যায়।

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের رَضِىَ اللهُ عَنۡهُنَّ মন জয় করার জন্য তাঁদের সাথে কখনো কখনো কৌতুকও করতেন। যেমন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللهُ عَنۡهَا থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোনো এক সফরে তাঁর মাথার মুকুট, প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলেন। তিনি বলেন: আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

---

১. তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃঃ ৩১১।

সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর কিছু সময় পর যখন আমি একটু হাঁপিয়ে গেলাম, তখন তিনি দৌড়ালেন এবং তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর ইরশাদ করলেন: এটা সেই জয়ের বদলা হলো।[১]

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের আলোকে বলেন: এই হলো তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের সাথে আচরণের ধরণ। এমন আচরণে ঘর জান্নাত হয়ে যায়। মুসলমানরা এই আচরণ ভুলে গেছে। খেয়াল রাখবেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا শৈশবে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিবাহ বন্ধনে এসেছিলেন, যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি ছিল। এত বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো ঘাবড়ে যাননি। কেন? এই মহান চরিত্রের কারণে।[২] জানা গেল যে, স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর সাথে সুযোগ বুঝে কৌতুক করা, এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং ভালো নিয়তের সাথে এই বিষয়টি সাওয়াবের কারণও হতে পারে। কিন্তু কিছু লোক রুক্ষতা, শুষ্কতা বা শুষ্ক মেজাজকে তাদের গাম্ভীর্যের ভিত্তি মনে করে এবং হয়তো ভাবে যে, আমাদের সামান্য হাসি বা ছোটখাটো কৌতুক আমাদের গাম্ভীর্যের প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। অথচ এটা তাদের ভুল ধারণা, কারণ কখনো কখনো রসিকতা (মজা)

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, ৩/৪২, হাদীস: ২৫৭৮।
২. মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৯৬।

করা শুধু জায়িযই নয়, বরং সচ্চরিত্রের প্রতীক, সকল নবীর সরদার صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতও বটে। তবে অতিরিক্ত রসিকতা মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে দেয় এবং এমন রসিকতা যা মিথ্যা বা কারো মনোকষ্টের উপর ভিত্তি করে হয়, তা হারাম। রসিকতার পাশাপাশি রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান অভ্যাসগুলোর মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি ঘরের কিছু কাজ নিজের হাতেই করে নিতেন। যেমন,

ঘরের কাজ করা সুন্নত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি ঘরে কাজ করতেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং সেই সব কাজ করতেন যা পুরুষরা নিজেদের ঘরে করে।[১]

এই বর্ণনায় স্বামীদের জন্য গৃহস্থালীর বিষয় সম্পর্কিত অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। সাধারণত ঘরে স্বামীর মেজাজ স্ত্রীর উপর শাসন চালানোর মতো হয়। সামান্য কাজের জন্যও তাকে বিরক্ত করা হয়, অথচ অনেক কাজ স্বামী সহজেই নিজেও করতে পারে। কিন্তু একটু নড়াচড়া করাও সে তার শানের পরিপন্থী মনে করে। আর এরপরও যদি স্ত্রী তার সেই কাজ করেও দেয়, তবে শত

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/৫১৯, হাদীস: ২৫৩৯৬।

শত নখরা করে, নানা রকম দোষ খুঁজে বের করে এবং অকারণে তার পেছনে লেগে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, খাবার সামনে রাখা হলে লবণ বা মরিচ-মশলার কম-বেশি হওয়ার উপর মন্তব্য করতে শুরু করে এবং যদি সবকিছু সমান থাকে তবে স্বাদের ব্যাপারে খুঁত ধরতে শুরু করে। আর যদি তারও কোনো সুযোগ না থাকে, তবে এমন কথা বলে, "ওটা কেন রান্না করলে না? এটা কেন রান্না করলে? এটার তো মনই চাচ্ছিল না, আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাও, আমার জন্য এখনই অমুক জিনিস রান্না করে দাও" ইত্যাদি। একইভাবে যদি কাপড় ইস্ত্রি করে দেওয়া হয়, তবে বলে, এই জোড়া কেন ইস্ত্রি করলে? এটা তো পরবো না, এখনই অমুক জোড়া ইস্ত্রি করে দাও। পানি দেওয়া হলে বলে, আমি এই গ্লাসে পান করব না, কাঁচের গ্লাসে নিয়ে আসো। কাঁচের গ্লাসে দেওয়া হলে বলে, এত ঠান্ডা বা এত গরম পানি কেন আনলে? যাও, এতে অন্য পানি মিশিয়ে আনো। এভাবে অকারণে স্ত্রীকে দৌড়ের উপর রাখে। আহ! আমরা যদি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আদর্শ থেকে কিছু শিখতে এবং এর উপর আমল করতে সফল হতাম এবং ঘরে ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতে করার পাশাপাশি ঘরের কাজে সাহায্য করারও চেষ্টা করতাম। এতে শুধু স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা বাড়বে না, বরং সে ঘরে আপনত্ব অনুভব করবে। তবে এমন যেন না হয় যে, সব কাজ স্বামী নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো, কারণ অকারণে করা সহযোগিতা স্ত্রীকে অলস ও কর্মবিমুখ করে দিতে পারে। যাই হোক,

স্বামীর উচিত স্ত্রীকে শুধু নিজের খেদমতের ফযিলত না শুনিয়ে, বরং যথাসম্ভব নিজেও স্ত্রীর খেদমত করা। কারণ এতে স্বামীর জন্য পুরস্কার ও সাওয়াব রয়েছে। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা ইরবাদ ইবনে সারিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন যে, আমি রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পানি পান করায়, তখন তাকে এর পুরস্কার দেওয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন যে, তারপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম এবং তাকে পানি পান করালাম, তারপর তাকেও সেই হাদীস শরীফ শোনালাম যা আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছিলাম।[১]

ঘরে শিশুর মতো এবং জাতির মধ্যে পুরুষের মতো থাকো

দ্বিতয়ি খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক্বে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কঠোর মেজাজের হওয়া সত্ত্বেও বলতেন: মানুষের উচিত তার ঘরে শিশুর মতো থাকা এবং যখন তার কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়ে কোনো কিছু চাওয়া হয় যা তার কাছে আছে, তখন তাকে পুরুষের মতো পাওয়া উচিত। হযরত সায়্যিদুনা লোকমান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত ঘরে শিশুর মতো এবং মানুষের মধ্যে পুরুষের মতো থাকা।[২]

---

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/৩০০, হাদীস: ৪৬৫৯।
২. ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু আদাবিন নিকাহ, ২/৫৭।

www.dawateislami.net

উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর আলোকে এটা ভালোভাবে অনুমান করা যায় যে, শরীয়ত পুরুষকে তার পরিবারের সাথে কঠোরতা এবং অনুভূতিহীন আচরণ অবলম্বন করতে নিষেধ করেছে। পুরুষের উচিত তার স্ত্রীর জন্য এমন একটি বৃক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হওয়া, যার ছায়ায় সে সব ধরনের শান্তি ও স্বস্তি পাবে এবং এটা তখনই সম্ভব, যখন সে স্ত্রীর শরীয়তসম্মত অধিকারগুলো সুন্দরভাবে আদায় করবে। আসুন শরীয়তের আলোকে স্ত্রীর অধিকারগুলো পর্যালোচনা করি। যেমন,

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর দরবারে যখন এই প্রশ্ন করা হলো যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর কী কী হক রয়েছে, তখন তিনি বলেন: ভরণপোষণ (অর্থাৎ খাবার, পোশাক ও বাসস্থান), মোহর, উত্তম আচরণ, ভালো কথার এবং লজ্জা ও হিজাবের শিক্ষা ও তাগিদ এবং এর বিরুধীতা থেকে নিষেধ ও ভীতি প্রদর্শন, প্রত্যেক জায়িয বিষয়ে তার মন রক্ষা করা স্ত্রীর হকের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহর বান্দাদের সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক হলে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ছাড়া তার পক্ষ থেকে কষ্ট সহ্য করা কল্যাণের উৎকর্ষতা, যদিও এটা স্ত্রীর হক নয় (অর্থাৎ যে বিষয়গুলো শরীয়ত নিষেধ করেছে সেগুলোতে কোনো ছাড় না দেওয়া, এছাড়া যে

বিষয়গুলোতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো মেজাজবিরুদ্ধ কথার কারণে কষ্ট পৌঁছায়, তাতে ধৈর্য ধরা অনেক বড় নেকীর কাজ। তবে এটা স্ত্রীর হকের মধ্যে পড়ে না)।[১]

ভরণপোষণ ওয়াজিব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত স্বামীর উপর প্রযোজ্য বর্ণিত হকগুলোর মধ্যে কিছুর সম্পর্ক বিশেষভাবে স্ত্রীর দুনিয়াবী উন্নতির সাথে, আর কিছুর সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির সাথে সম্পর্কিত। যে হকগুলোর সম্পর্ক নারীর দুনিয়াবী উন্নতির সাথে, সেগুলো হলো ভরণপোষণ, বাসস্থান এবং মোহর। এজন্য স্বামীর উপর আবশ্যক যে, সে স্ত্রীর খাওয়া, পরা, থাকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা তার সামর্থ্য অনুযায়ী করবে এবং এই কথা মনে রাখবে যে, এই আল্লাহ পাকের বান্দী আমার বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং তার মা-বাবা, ভাই-বোন এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজন থেকে আলাদা হয়ে শুধু আমার হয়ে গেছে এবং আমার দুঃখ-সুখের সমান অংশীদার হয়ে গেছে। সুতরাং শরীয়ত অনুযায়ী তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য। বাহারে শরীয়তে রয়েছে: "যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, বিবাহ করলে ভরণপোষণ দিতে পারবে না অথবা যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো পূরণ করতে পারবে না, তবে বিবাহ করা মাকরূহ এবং এই বিষয়গুলোর

---

১. ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৩৭২।

ব্যাপারে নিশ্চিত হলে বিবাহ করা হারাম। তবে বিবাহ সর্বাবস্থায় হয়ে যাবে।”[১] সংক্ষেপে, স্বামীর উচিত পরিবারের উপর সংকীর্ণতা না করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য উদারভাবে খরচ করা। আসুন! উৎসাহের জন্য পরিবারের জন্য খরচ করার সাথে সম্পর্কিত হাদীস শরীফে বর্ণিত ফযিলতগুলো লক্ষ্য করি।

যত খরচ তত প্রতিদান

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান পাবে, এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও (তারও প্রতিদান পাবে)।[২]

সবচেয়ে বেশি প্রতিদানের দিনার

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: একটি দিনার হলো যা তুমি আল্লাহ পাকের পথে খরচ করো, আর একটি দিনার হলো যা তুমি গোলামের উপর খরচ করো, অপর একটি দিনার হলো যা তুমি মিসকীনের উপর সদকা করো এবং একটি দিনার হলো যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো। এর মধ্যে

---

১. বাহারে শরীয়ত, সপ্তম খণ্ড, ২/৫।
২. বুখারী, কিতাবুল জানাইয, ১/৪৩৮, হাদীস: ১২৯৫।

সবচেয়ে বেশি প্রতিদান সেই দিনারের জন্য পাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করো।[১]

মিজানে রাখা প্রথম জিনিস

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সর্বপ্রথম যে জিনিস মানুষের আমলের পাল্লায় রাখা হবে, তা হলো সেই খরচ যা সে তার পরিবারের জন্য করেছে।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রকৃতির বিধান পরিবর্তনের পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং স্ত্রীর উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি তার সেই হকগুলো আদায়ের প্রতিও পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, যা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর এবং উন্নত করে। আর সেই হকগুলো হলো: স্ত্রীকে ভালো জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ভালো বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া এবং তাকে লজ্জা ও হিজাবের প্রতি জোড় দেওয়া। কিন্তু বর্তমান সময়ে খুব কমই এমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে, যারা স্ত্রীর দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি তাকে নেকী, লজ্জা ও হিজাব (পর্দা) এর শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। শরীয়ত স্বামীকে ঘরের কর্তা বানিয়ে তাকে

---

১. মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, পৃঃ ৪৯৯, হাদীস: ৯৯৫।
২. মু'জামুল আওসাত, ৪/৩২৮, হাদীস: ৬১৩৫।

পরিবারের চাহিদা পূরণের দায়িত্ব দিয়েছে, যেখানে নারীকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে রেখে তার পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আফসোস! আমরা শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে আমাদের নারীদেরকে বেপর্দা করে গলি এবং বাজারের শোভা বানিয়ে দিয়েছি। বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠান হোক বা সাধারণ রুটিন, চাদর এবং চার দেয়ালের কোনো খেয়াল রাখা হয় না, বরং বিয়েতে তো বেপর্দা আরো বেশি চরমে থাকে। এছাড়াও না-মুহরিম আত্মীয়দের সাথে পর্দার আয়োজন, বিশেষ করে দেবর এবং ভাবীর মধ্যে পর্দার খেয়াল তো হয়তবা কোনো ঘরে রাখা হয় না।

মোটকথা যে নারীকে ঘরের চার দেয়ালের রানী বানানো হয়েছিল, তার অবস্থা এমন হয়েছে যে, পুরুষরা বিয়ে-শাদির যৌতুক থেকে শুরু করে ফল, সবজি, মাংস এবং মুদিখানার জিনিসপত্র কেনার পর্যন্ত দায়িত্ব তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে এবং তার উপর আরও বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে যে, বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনা-নেওয়ার জন্য বা আত্মীয়দের সাথে দেখা করার জন্যও স্বামীর কাছে সময় নেই। তাই এই বোঝাও স্থায়ীভাবে এই স্পর্শকাতর শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে পুরুষের পরিবর্তে নারী ঘরের কর্তা হয়ে গেল। একটু ভাবুন তো, যখন নারী সওদা বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য দিনে কয়েকবার ঘর থেকে বের হবে, তখন কি শত শত দৃষ্টি তার পিছু নেবে না...? কেনাকাটা ইত্যাদির কারণে কি অনেক না-মুহরিমের সাথে তার দেখা হবে না...? এর কারণে কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হবে না...? কু-

www.dawateislami.net

ধারণা) ও দোষারোপ করার দরজা কি খুলবে না...? ভালোবাসা শেষ হয়ে কি দুজনের মধ্যে ঘৃণার প্রাচীর তৈরি হবে না...? স্পষ্টতই, যখন আমরা প্রকৃতির ভিত্তিই উল্টে দিয়েছি, তখন ঘরের শান্তি ও স্বস্তি কীভাবে বজায় থাকতে পারে? আর যদি ধরুন এই সকল মন্দ কাজ নাও হয়, তবে কি এটি কম যে, পুরুষের কাজ নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে এবং তাকে ঘর থেকে বের করে আমরা তাকে বেপর্দার চোরাবালিতে ঠেলে দিয়েছি এবং জাহান্নামের জ্বালানি হওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছি? মনে রাখবেন! স্বামী ঘরের কর্তা ও প্রধান এবং প্রত্যেক প্রধানের মতো স্বামীর কাছ থেকেও তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং শুধু দুনিয়াবী ব্যাপারেই নয়, বরং দ্বীনি ব্যাপারেও নিজের এবং নিজের ছেলেমেয়েদের ভালো প্রশিক্ষণের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ পাকের ইরশাদ হলো:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

(পারা ২৮, আত-তাহরীম: ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর, যার উপর কঠোর নির্মম ফিরিশ্‌তাগণ নিয়োজিত রয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা তাদের প্রতি আদেশ হয়, তাই করে।

নেক কাজের আদেশ দিন

যখন নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে কীভাবে বাঁচাতে পারি? রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে সেই কাজের আদেশ দাও যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং সেই কাজ থেকে নিষেধ করো, যা রব পাক অপছন্দ করেন।[১]

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা প্রত্যেকেই নিগরান এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাদশাও নিগরান, তাকে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের নিগরান, তাকে তার পরিবারবর্গের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর এবং সন্তানের নিগরান, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২]

সুতরাং স্বামীর উচিত তার পদমর্যাদার কথা মাথায় রেখে সমস্ত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করা, নিজেও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং যথাসম্ভব নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকেও গুনাহের কলুষতা থেকে দূরে রাখা। বিশেষ করে আজকাল বেপর্দা ও

---

১. দুররে মানসুর, পারা ২৮, আত-তাহরীম, ৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/২২৫।
২. বুখারী, কিতাবুল ইতক, ২/১৫৯, হাদীস: ২৫৫৪।

নির্লজ্জতার যে বন্যা বইছে, তা থেকে নিজের পরিবারকে রক্ষা করা উচিত, অন্যথায় দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর “লজ্জাশীল যুবক” পুস্তিকার ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেন: যে লোকেরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রীদের এবং মুহরিমদেরকে বেপর্দা হওয়া থেকে নিষেধ করে না, তারা দাইয়্যূস। রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوْثُ الَّذِىْ يُقِرُّ فِىْ اَهْلِهِ الْخَبَثَ[১] অর্থাৎ তিনজন ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাক জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে মদ্যপানে আসক্ত, দ্বিতীয়জন হলো সেই ব্যক্তি, যে তার পিতামাতার অবাধ্যতা করে এবং তৃতীয়জন হলো সেই দাইয়্যূস (অর্থাৎ নির্লজ্জ), যে তার পরিবারে অশ্লীল কাজকে প্রশ্রয় দেয়।

দাইয়্যূস কাকে বলে?

বিখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের বাক্য “সে দাইয়্যূস (অর্থাৎ নির্লজ্জ), যে তার পরিবারে অশ্লীল কাজকে প্রশ্রয় দেয়” এর আলোকে বলেন: কিছু ব্যাখ্যাকারী বলেছেন যে, এখানে ‘খাবাস’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেনা এবং যেনার কারণসমূহ, অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের যেনা বা নির্লজ্জতা, বেপর্দা হওয়া, পরপুরুষের সাথে মেলামেশা, বাজারে সেজেগুজে ঘোরা, নির্লজ্জ গান-নাচ

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩৫১/২, হাদীস: ৫৩৭২।

ইত্যাদি দেখে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয় না, সে নির্লজ্জ দাইয়্যূস।[১] জানা গেল যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের স্ত্রী, মা, বোন এবং যুবতী কন্যাদেরকে গলি, বাজার, শপিং সেন্টার, মিশ্র বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে বেপর্দা হয়ে ঘোরাফেরা, পরপুরুষ প্রতিবেশী, না-মুহরিম আত্মীয়, না-মুহরিম কর্মচারী, চৌকিদার, ড্রাইভারদের সাথে অবাধ মেলামেশা এবং বেপর্দা হওয়া থেকে নিষেধ না করা ব্যক্তিরা অত্যন্ত মূর্খ, নির্লজ্জ, দাইয়্যূস, জান্নাত থেকে বঞ্চিত এবং জাহান্নামের হকদার। সুতরাং এখনও সময় আছে, নিজের দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে পরিবারকে মন্দের বন্যায় ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচান, এর আগে যে, পানি মাথার উপর দিয়ে চলে গেলো আর আপনি আফসোস করতে থাকলেন। আসুন! এই প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা নিজেরাও শরয়ী আহকামের অনুসরন করব এবং আমাদের পরিবারকেও এর অনুসারী বানাব আর নিজের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করে তাকে সুন্নাতের নীড় বানাব।

ঘরের অফিসার

মনে রাখবেন! ঘর একটি প্রতিষ্ঠানের মতো এবং যেমন দুনিয়ার কোনো প্রতিষ্ঠানই প্রধান ছাড়া চলে না, কোনো না কোনো কর্মকর্তা অবশ্যই থাকে, যে সবার তত্ত্বাবধান করে এবং যদি কেউ তার সীমা অতিক্রম করে বা তার দায়িত্ব পালন না করে তবে প্রয়োজন অনুযায়ী কঠোরতাও করে। একইভাবে ঘরের প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কর্মকর্তা স্বামীকে বানানো হয়েছে এবং স্ত্রী ও সন্তানদেরকে

১. মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৩৩।

তার অধীনস্থ করা হয়েছে। কর্মকর্তা হওয়ার কারণে স্বামীকে যেমন স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাদের চাহিদাগুলোর খেয়াল রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনই তাকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। তবে তার উপর আবশ্যক যে, সে তার দায়িত্ব বুঝে শরীয়ত অনুযায়ী তার স্ত্রীর সাথে আচরণ করবে এবং যদি সে অবাধ্যতা করে, তবে শরীয়তের বিধানের আলোকে পারস্পরিক বিষয়গুলো সমাধান করবে এবং তাকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَاۤ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ؕ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ وَ الّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾

(পারা ৫, আন-নিসা: ৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ পুরুষ হচ্ছে কর্তা নারীদের উপর এ জন্য যে, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষগণ তাদের উপর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে। সুতরাং পূণ্যবর্তী স্ত্রীগণ আদব সম্পন্না, স্বামীগণের পিছনে হিফাযতে রাখে যেভাবে আল্লাহ্ হিফাযত করার হুকুম দিয়েছেন এবং যে সমস্ত স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমাদের আশংকা হয় তবে তাদেরকে বুঝাও, তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে এসে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: পুরুষ বা স্বামীরা নারী বা স্ত্রীদের উপর কর্মকর্তা, শাসক নিযুক্ত হয়েছে, স্ত্রীরা তাদের অধীনস্থ। এর দুটি কারণ রয়েছে: ✯ একটি হলো আল্লাহ পাক পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যে, নবুয়ত, খেলাফত, বিচার, শরয়ী শাস্তির সাক্ষ্য, জিহাদ ইত্যাদি পুরুষদেরকেই দিয়েছেন, তাদেরকে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ দ্বীন দিয়েছেন। নারীদের জ্ঞান ও দ্বীনও অসম্পূর্ণ রেখেছেন, কারণ আর্থিক ব্যাপারে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান ঘোষণা করেছেন, নারীরা হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নামায, কুরআনের তিলাওয়াত, রোযা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে, পুরুষরা এই কাজগুলো সবসময় করে। ✯ দ্বিতীয়টি হলো, পুরুষরা নারীদের জন্য সম্পদ খরচ করেছে যে, নারীর মোহর, খরচ, কাফন-দাফন স্বামীর দায়িত্বে, পুরুষের মোহর, খরচ ইত্যাদি নারীর দায়িত্বে নয়, আর নিয়ম হলো, যে খরচ দেয় সে যে খরচ নেয় তার শাসক হয়। সুতরাং নেককার, সচ্চরিত্রবান স্ত্রীরা তাদের প্রতিপালকের অনুগত হয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেদের সতীত্ব, স্বামীর সম্পদ, সন্তান ইত্যাদি নষ্ট করে না, কারণ তারা বোঝে যে, আল্লাহ পাক সবদিক থেকে তাদের রক্ষা করেছেন, তাদের উপর পর্দা ফরয করে তাদের সম্ভ্রম ও সম্মান রক্ষা করেছেন এবং স্বামীর দায়িত্বে তাদের খরচ ইত্যাদি নির্ধারন করে তাদেরকে দ্বারে দ্বারে ঘোরা থেকে বাঁচিয়েছেন, যে পুরুষরা উপার্জন করবে, খাবে এবং খরচ করবে নারীরা।

আরও বলেন: যে স্ত্রীদের অবাধ্যতার তোমরা আশঙ্কা করো, তাদের সাথে সাথে তালাকের ইচ্ছা পোষণ করো না, বরং প্রথমে তাদের বোঝাও। তাতেও যদি বিরত না হয়, তবে তাদের ঘরে রেখেই তাদের সাথে কথা-বার্তা, প্রেম-ভালবাসা ইত্যাদি ছেড়ে দাও। তাতেও যদি বিরত না হয়, তবে তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে সামান্য মারো। কিন্তু অনুগত হয়ে গেলে তাদের উপর কঠোরতা করার জন্য বাহানা খুঁজো না, বরং প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করো। এটা জেনে রাখো যে, তোমরা নারীদের শাসক, (তো) আল্লাহপাক তোমাদের শাসক, তোমাদেরকে কাবু রাখেন। যখন তিনি তোমাদের ভুল ক্ষমা করেন, তখন তোমরাও তোমাদের অধীনস্থদের অপরাধ ক্ষমা করো। (যাইহোক) স্বামী শাসক, স্ত্রী তার অধীনস্থ, স্বামী ঘরের বাদশাহ, স্ত্রী ঘরের উজির। সুতরাং যে নারী ও পুরুষকে সমান বলে বা নারীকে পুরুষ থেকে উত্তম মনে করে, সে কুদরতের মোকাবেলা করে। আজ ইউরোপীয় জাতিরা নারী ও পুরুষে সমতা এনেছে, কিন্তু তাদের যে বিপদ ভোগ করতে হচ্ছে, তা তারাই জানে। বছরে লক্ষ লক্ষ তালাক হচ্ছে, কথায় কথায় তালাক, ঘর সঠিক অর্থে আবাদ হয় না, (কারণ) দেশে দুজন সমান শাসক থাকা উচিত নয়, (যখন) আকাশে সূর্য এক, গাছের শিকড় এক, মানুষের মন এক, তো উচিত যে ঘরের প্রধান শাসকও একজনই হওয়া।[১]

১. তাফসীরে নঈমী, ১/৫৯।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত আয়াত শরীফ এবং এর তাফসীরে স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে আনন্দময় করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। সত্যিই যদি স্ত্রী তার স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার পরিবর্তে আল্লাহ পাক এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং তার আনুগত্য করে এবং অন্যদিকে স্বামী তার দায়িত্বের অনুভূতি নিয়ে স্ত্রীর হক আদায়ে কোনো ছাড় না দেয়, তবে যথেষ্ট পরিমাণে ঝগড়া-বিবাদের অবসান হতে পারে। ঘরের কর্মকর্তা ও শাসক হওয়ার কারণে স্বামীর এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত যে, যদি স্ত্রী অবাধ্যতা করে তবে সাথেসাথে তাকে মারার বা তালাকের বার্তা দিয়ে বিদায় করার পরিবর্তে এই ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী সমাধান করবে। সর্বপ্রথম তাকে ভালোভাবে বোঝাবে, যদি না বোঝে তবে বিছানা আলাদা করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তারপরেও যদি বিরত না হয়, তবে শরীয়ত ঘর ভাঙা থেকে বাঁচানোর জন্য সাধারণ উপায়ে মারার অনুমতি দিয়েছে। মনে রাখবেন, মারার অনুমতি দেওয়ার মানে এই নয় যে, স্বামী স্ত্রীর উপর হিংস্র নেকড়ের মতো হামলে পরবে এবং মেরে মেরে তার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে অত্যাচার ও নিপীড়ণের সব সীমা পার করে দিবে। সাধারণত এমন করা সরাসরি নফসের ইচ্ছার অনুসরণ করা। আসুন! শরীয়তের আলোকে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করি যে, কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীকে মারার অনুমতি রয়েছে।

কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীকে মারার অনুমতি রয়েছে?

ফতোওয়ায়ে কাযীখানে রয়ছে যে, চারটি কারণে স্ত্রীকে মারা স্বামীর জন্য জায়িয:

১. স্বামী (নিজের জন্য) সাজ-সজ্জা করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু স্ত্রী করে না।

২. স্বামী সঙ্গম করতে চায় এবং সে করতে দেয় না, যখন শরয়ী বাধ্যবাধকতাও না থাকে।

৩. নামায না পড়া বা জানাবাত ও হায়েযের পর গোসল না করা, কারণ এটাও নামায না পড়ার মতোই।

৪. মোহর আদায়ের পরও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে চলে গেলো।[১]

স্ত্রীকে না মারা উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত চারটি বিষয় সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং স্বামীর হকের সাথে সম্পর্কীত। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অর্জনের জন্য যখন আর কোনো ব্যবস্থা কার্যকর না হয়, তখন স্বামীকে মারার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আফসোস! আজকাল সমাজে হয়তো এমন কোনো স্বামী পাওয়া যাবে না, যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে বকাঝকা করে। বরং এখানে তো তরকারিতে লবণ-মরিচ কম বা বেশি হয়ে গেলে, খাবার দেরিতে পেলে, কাপড় ইস্ত্রি না

---

১. ফতোওয়ায়ে কাযীখান, কিতাবুন নিকাহ, ফাসলুন ফী হুকুকিয যাওজিয়াহ, ১/২০৩।

www.dawateislami.net

হলে, পোশাক ভালোভাবে ধোয়া না হলে, পানি আনতে দেরি হলে বা ঠান্ডা না হলে, ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় কোনো ত্রুটি হলে বা শাশুড়ি-ননদের মিথ্যা-সত্য অভিযোগের কারণে মেরে মেরে তার অবস্থা খারাপ করে দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে সত্যিই এমন কোনো অপরাধ হয়েও যায়, যাতে স্বয়ং শরীয়ত মারার অনুমতি দিয়েছে, তবে সেখানেও মারা শুধু জায়িয, ওয়াজিব নয়, বরং না মারা উত্তম। যেমন,

তাফসীরে কবীরে রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মারা মুবাহ (অনুমোদিত), কিন্তু না মারা উত্তম। তবে যদি মারে, তবে এতটা না মারে যে, ওফাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, বরং শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারবে, এক জায়গায় মারবে না এবং মুখে মারা থেকে বাঁচবে। বোনা রুমাল বা হাত দিয়ে মারবে, চাবুক বা লাঠি ব্যবহার করবে না। মোটকথা হালকা থেকে হালকা পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে প্রথমে স্ত্রীদের বোঝানোর নির্দেশ দিয়েছেন, তারপর বিছানা পৃথক করার কথা বলেছেন এবং শেষে মারার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে, যদি নরমভাবে উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় তবে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক, কঠোরতা অবলম্বন করা জায়িয নয়।[১]

---

১. তাফসীরে কবীর, পারা ৫, আন-নিসা, ৩৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৭২।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কী আফসোস সেই লোকদের জন্য, যারা শরীয়তের দেওয়া অনুমতিকে হাতিয়ার বানিয়ে তাদের স্ত্রীদেরকে অত্যাচার করে করে মারে, ছোট ছোট কথায়, যখন মন চায় নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে, স্ত্রী পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে থাকে কিন্তু তাদের একটুও দয়া হয় না। কী আফসোসের বিষয় যে, একদিকে নারীদের উপর অত্যাচারের পাহাড় ভাঙা হয় এবং অতঃপর তাকে পুরুষত্ব এবং বীরত্ব মনে করা হয়। দুর্বল নারীর উপর নিজের শক্তি প্রদর্শনকারী লোকেরা কান খুলে শুনে রাখুক যে, রোজ হাশরে কাহ্হার ও জাব্বার আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হতে হবে। যদি সেখানে সেই মজলুমা কেঁদে কেঁদে আপনার দুনিয়াতে করা অত্যাাচর ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে দেয়, তবে বলুন কী করবেন? সুতরাং এখনই সময় আছে তাওবা করে নিন, যদি অত্যাচার করে থাকেন তবে ক্ষমা চেয়ে রাজি করে নিন। এমন যেন না হয় যে, রোজ কিয়ামতে কঠিন বিপদে ফেঁসে গেলেন, কারণ সেই দিন প্রত্যেক অত্যাচারীকে তার অত্যাচারের হিসাব দিতে হবে। বরং হাদীস শরীফের আলোকে এমন দুর্ভাগাদের নেকীগুলো মজলুমদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং নেকী না থাকলে বা শেষ হয়ে গেলে মজলুমদের গুনাহ তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমন,

অত্যাচারীর পরিণতি

হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তার বিখ্যাত হাদীস সংকলন “সহীহ মুসলিম” এ একটি হাদীস

www.dawateislami.net

শরীফ উদ্ধৃত করেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে যার কাছে দিরহাম ও মালামাল থাকে না, সে নিঃস্ব। ইরশাদ করলেন: আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা এবং যাকাত নিয়ে আসবে এবং এমনভাবে আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো উপর মিথ্যা অভিযোগ লাগিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, কাউকে মেরেছে। তখন তার নেকীগুলোর কিছু এই মজলুমকে এবং কিছু সেই মজলুমকে দেওয়া হবে। তারপর যদি তার উপর যে হকগুলো ছিল সেগুলো আদায়ের আগে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে সেই মজলুমদের গুনাহগুলো নিয়ে এই অত্যাচারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

কষ্টের বিনিময়

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াযীদ বিন শুজরাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমন সমুদ্রের কিনার থাকে, তেমনই জাহান্নামেরও কিনার আছে, যেখানে দূর্ভাগা উটের মতো সাপ এবং খচ্চরের মতো বিচ্ছু রয়েছে। জাহান্নামীরা যখন আযাব কমানোর জন্য ফরিয়াদ করবে,

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব তাহরীমিয যুলম, পৃঃ ১৩৯৪, হাদীস: ২৫৮১।

তখন নির্দেশ হবে কিনার থেকে বাইরে বের হও। তারা যেইমাত্র বের হবে, সেই সাপগুলো তাদের ঠোঁট এবং মুখ ধরে ফেলবে এবং তাদের চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলবে। তারা সেখান থেকে বাঁচার জন্য আগুনের দিকে পালাবে, তারপর তাদের উপর চুলকানি চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারা এত চুলকাবে যে, তাদের মাংস-পেশী সব ঝরে যাবে এবং শুধু হাড় রয়ে যাবে। চিৎকার করে বলবে: হে অমুক! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? সে বলবে: হ্যাঁ। তখন বলা হবে, এটা সেই কষ্টের বিনিময় যা তুমি মুমিনদেরকে দিতে।[১]

অত্যাচারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর "জুলুমের পরিণতি" পুস্তিকার ২২ নং পৃষ্ঠায় বলেন: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সুন্দর আদর্শের মাধ্যমে আমাদের গোলামদেরকে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকসমূহের প্রতি খেয়াল রাখার যে সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন, তার একটি হৃদয়বিদারক ঝলক লক্ষ্য করুন। যেমন,

প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর জাহেরী ওফাতের ওফাতসময় সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন: যদি আমার উপর কারো ঋণ থাকে, যদি আমি কারো জান, মাল ও সম্মানে আঘাত করে থাকি, তবে আমার জান, মাল ও সম্মান উপস্থিত রয়েছে, এই দুনিয়াতে বদলা নিয়ে নাও। তোমাদের মধ্যে

---

১. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪/২৮০, হাদীস: ৫৬৪৯।

কেউ যেন এই আশঙ্কা না করে যে, যদি কেউ আমার থেকে বদলা নেয় তবে আমি অসন্তুষ্ট হব, এটা আমার শান নয়। আমার কাছে এই বিষয়টি খুব পছন্দনীয় যে, যদি কারো হক আমার উপর থাকে তবে সে আমার থেকে উসুল করে নিক বা আমাকে ক্ষমা করে দিক। তারপর ইরশাদ করলেন: হে লোকেরা! যার উপর কোনো হক থাকে, তার উচিত তা আদায় করা এবং এই ধারনা না করা যে, অপমানিত হবে, কারণ দুনিয়ার অপমান আখিরাতের অপমান থেকে অনেক সহজ।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি এখন পর্যন্ত অত্যাচার ও নিপীড়ণের ব্যাপার থেকে থাকে বা কখনো কোনো বাড়াবাড়ি করে থাকেন, তবে দ্রুত সব ধরনের লজ্জা-শরম ছেড়ে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং সদাচরণের সহিত তার হক আদায়ের মানসিকতা তৈরি করুন, কারণ এতেই উভয় জাহানের কল্যাণ রয়েছে। মনে রাখবেন, স্ত্রী স্বামীর সব প্রত্যাশা পূরণ করবে এটা জরুরী নয়। সুতরাং যদি স্ত্রীর মধ্যে কয়েকটি অভ্যাস মেজাজ পরিপন্থী এবং উত্তেজক হয়ও, তবে তার অনেক পছন্দের অভ্যাসের দিকে তাকিয়ে অপছন্দনীয় অভ্যাসগুলোকে ভ্রুক্ষেপ করা উচিত এবং স্ত্রীর মাধ্যমে অর্জিত হওয়া অনেক সুবিধার জন্য সদাচরণের ভিত্তিতে তাকে মারার থেকে বিরত থাকাই উচিত। মনে রাখবেন, স্ত্রীর সাথে ভালো বা খারাপ আচরণ করা মানুষের ভালো বা খারাপ হওয়ার

---

১. তারিখে ইবনে আসাকির, আল-ফযলে ইবনে আল-আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, ৪৮/৩২৩।

পরিচয় দেয়। যাই হোক, স্ত্রীকে শুধরানোর এবং সোজা করার আড়ালে তার উপর অত্যাচার ও নিপীড়ণের পাহাড় ভাঙা লোকদের উচিত, তাদের এই ভুল এবং ক্ষতিকর পথ ছেড়ে তার সাথে নম্র ব্যবহার করা।

যদি মতবিরোধ বেড়ে যায় তবে কী করণীয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মনের ইচ্ছা থাকে যে, তার ঘর সবসময় খুশিতে ভরে থাকুক এবং কখনো কোনো দুঃখ না আসুক। কিন্তু অনেক সময় না চাইতেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজনের বা দুজনেরই অহংকারের কারণে সামান্য কথাও ঝগড়া এবং ফাসাদের রূপ নেয়, এমনকি অবস্থা তো তালাক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যদি আল্লাহ না করুক কখনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন মতবিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ও, তবে দুজনকেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত নম্রতা, সহনশীলতা, ক্ষমা, ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিজ নিজ ক্রোধের আগুন নেভানোর চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে স্বামীর উপর আবশ্যক যে, তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনোই তাড়াহুড়ো না করা। এমন যেন না হয় যে, চিন্তা-ভবনা না করে তালাক দিয়ে বসলো এবং যখন মাথা থেকে ক্রোধের নেশা নমলো, তখন আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকলো না। আসুন! এই প্রসঙ্গে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে তালাক সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং শরয়ী মাসয়ালা লক্ষ্য করি:

তালাক সম্পর্কিত উপকারী মাদানী ফুল

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হালাল বিষয়গুলোর মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হলো তালাক।"[১] ☆ কোনো যুক্তিসঙ্গত শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া ইসলামে অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং নাজায়িয ও গুনাহের কাজ। অথচ তালাকের বহু সামাজিক ক্ষতি এর বাইরেও আছে। সুতরাং যথাসম্ভব তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। ☆ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মনোমালিন্য হয়ে যায়, তবে সম্পর্ক পুনরায় ভালো করার জন্য কুরআন করীমের পারা নম্বর ৫, সূরা আন-নিসার আয়াত ৩৩ এবং ৩৪-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করার চেষ্টা করা উচিত। এর পদ্ধতি হলো, যেমন যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো অপছন্দনীয় আচরণ হয়, তবে স্বামী স্ত্রীকে ভালোভাবে বোঝাবে এবং যদি তাতেও ব্যাপারটি সমাধান না হয়, তবে স্বামী কয়েক দিনের জন্য স্ত্রীকে ঘরে রেখেই তার বিছানা আলাদা করে নিবে এবং উদ্দেশ্য হবে যে, তালাকের ফলে যে একা জীবন কাটাতে হয় তার একটি নমুনা সামনে আসুক। প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, এই ধারণা থেকেই দুজন শিক্ষা অর্জন করে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিবে। ☆ অতঃপর যদি এভাবেও মীমাংসা না হয়, তবে স্বামীর স্ত্রীকে উপযুক্ত কঠোরতার মাধ্যমে শাসন করারও অনুমতি আছে এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক, বাব ফী কারাহিয়াতি তালাক, ২/৩৭০, হাদীস: ২১৭৮।

করাও খুব উপকারী যে, উভয় পক্ষ থেকে ব্যাপারটি অনুধাবন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে শাসক ও ফয়সালাকারী বানিয়ে নেওয়া, যাতে তারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেয়। এই মীমাংসা করানোর ব্যক্তিরা যদি ভালো নিয়ত এবং অনুভূতির সহিত প্রজ্ঞাপূর্ণ মীমাংসা করানোর চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দেবেন। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ঝগড়ার সমাধান এটা নয় যে, সাথেসাথে তালাক দিয়ে ব্যাপারটি শেষ করে দেওয়া এবং পরে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। ✫ তবে যদি পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা এই পর্যন্ত পৌঁছে যায় যে, স্বামী-স্ত্রী মনে করে যে, এখন তারা একে অপরের শরয়ী হক আদায় করতে পারবে না এবং তালাকই শেষ সমাধান, তবে স্বামী ইসলামী পদ্ধতিঅনুযায়ী তালাক দেবে। সেই পদ্ধতি হলো, স্বামী স্ত্রীকে তার পবিত্রতার সেই দিনগুলোতে, যে দিনগুলোতে সে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেনি, একটি তালাকে রজয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাক) এই শব্দ দ্বারা দেবে, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" তারপর স্বামী তাকে ছেড়ে দেবে যতক্ষণ না ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায় এবং নারী বিবাহ থেকে বের হয়ে যায়। মনে রাখবেন, একটি তালাকে রজয়ী দেওয়ার পরও পার হওয়ার পর পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং এই ধারনা করা যে, তিন তালাক ছাড়া একে অপরের থেকে মুক্তি হয় না, সম্পূর্ণ। ✫ নিজে মুখে তালাক দিক বা নিজে লিখুক বা স্ট্যাম্প পেপারে কাউকে দিয়ে লিখাক, একবারই লিখলো এবং লিখালো। স্ট্যাম্প

পেপার ওয়ালারা হাজারো বলুক যে, তিনবার লেখার দ্বারা কিছুই হয় না, তাদের কথার উপর কখনোই বিশ্বাস করবেন না এবং তাদেরকে একবার লেখার জন্য বাধ্য করবেন। ✫ একটি তালাকে রজয়ী এর কথা বিশেষভাবে এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনটি তালাক একসাথে দেওয়া গুনাহ এবং শরীয়ত বিরোধী এবং এই অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগও শেষ হয়ে যায়। যেখানে একটি তালাকে রজয়ী দেওয়ার অবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ ছাড়া এবং ইদ্দতের পরে বিবাহের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে। যদিও প্রত্যাবর্তনের এই সুযোগ দুটি (২) রজয়ী (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রেও থাকে, কিন্তু দুটি তালাক একসাথে দেওয়াও গুনাহ। ✫ আজকাল তালাক প্রদানকারী অধিকাংশ লোক দ্বীন থেকে দূরত্ব, শরয়ী আহকাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ক্রোধের অভ্যাস এবং আবেগপ্রবণতায় লিপ্ত হয়ে সামান্য কথায় একসাথে তিনটি তালাক দিয়ে বসে এবং তারপর হুঁশ আসার পর অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। তারপর কখনো নিজেদের অতীতকে স্মরণ করে আর কখনো সন্তানদের ভবিষ্যত ভেবে কাঁদতে থাকে এবং অনেক সময় শয়তানের প্ররোচনায় এসে ঘর বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন ছল-ছুতো খুঁজতে থাকে। মনে রাখবেন যে, তিনটি তালাক একসাথে দেওয়া গুনাহ, কিন্তু যদি কেউ তিনটি তালাক দেয় তবে তিনটিই প্রয়োগ হয়ে যায়, হোক তা এক মজলিসে দিক বা কয়েকটি মজলিসে এবং এক শব্দে তিনটি তালাক দিক বা তিন শব্দে। যাই হোক, তিনটি তালাকই হয়ে যায়। সুতরাং

মুসলমানদের মঙ্গলকামনার বিষয়টি মাথায় রেখে এই পরামর্শ উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের কোনো অবস্থা না হয় এবং তালাক দেওয়ার কোনো পরিস্থিতি এসে যায়, তবে ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী তালাক দেওয়া উচিত, যার পদ্ধতি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরও সুবিধার জন্য আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করে পুনরায় বর্ণনা করা হলো।

তালাক দেওয়ার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি

তালাক দেওয়ার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো, নারীর পবিত্রতার সেই দিনগুলোতে, যেই দিনগুলোতে স্বামী তার সাথে সহবাস করেনি, সেই দিনগুলোতে শুধু একবার তাকে বলবে: “আমি তোমাকে তালাক দিলাম” এরপর স্ত্রীকে আলাদা রাখবে এবং তার থেকে একেবারে আলাদা থাকবে যতক্ষণ না তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। ইদ্দত শেষ হলে সে বিবাহ থেকে বাহির হয়ে যাবে। এভাবে তালাক দিলে উপকার এটা হবে যে, পরবর্তীতে যদি দুজনেই আবার একসাথে জীবন কাটাতে চায়, তবে ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ ছাড়া এবং ইদ্দতের পরে হালালা ছাড়া শুধু বিবাহের মাধ্যমে ফিরে আসা হয়ে যাবে। তালাকের কোনো মাসআলা নিজের মন মর্জি মতো সমাধান করার পরিবর্তে দারুল ইফতার সাথে যোগাযোগ করুন।

ঘর কীভাবে শান্তির নীড় হবে?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ৬ই যুলকাদা ১৪২৮ হিজরী, ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৭ সাল, সোমবার শরীফে একজন ইসলামী ভাই এবং তার সন্তানদের মাকে পারিবারিক অশান্তির চিকিৎসার জন্য উপদেশের মাদানী ফুল প্রদান করেছিলেন (যাতে প্রয়োজনে কোথাও কোথাও সংশোধন করা হয়েছে)। এই মাদানী ফুলগুলোর উপর আমল করে اِنْ شَآءَ الله ঘরকে প্রকৃত অর্থে শান্তির নীড় বানাতে পারবেন। আসুন! এই মাদানী ফুলগুলো লক্ষ্য করি।

বিবাহিত ইসলামী ভাইদের জন্য ১৯টি মাদানী ফুল

১. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বামী তার স্ত্রীর উপর শাসক, তবে ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে কাজ নেওয়া জরুরী যে, শাসক দ্বারা উদ্দেশ্য কালো-সাদার মালিক হওয়া নয়।

২. নারী বাঁকা পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তার মনস্তত্ত্বকে পরখ করে তার সাথে ব্যবহার করুন। যদি নিজের চিন্তার মানদণ্ডে তাকে মাপেন, তবে ঘর চালানো খুবই কঠিন হবে।

৩. নারী সাধারণত অসম্পূর্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে থাকে, ১০০ ভাগ আপনার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে এই প্রত্যাশা রাখা বৃথা। সুতরাং তার ত্রুটি) গুলোকে ভ্রুক্ষেপ না করে তার উপর আরও অনুগ্রহ করুন।

৪. লক্ষ ভুল করুক, মুখ বাঁকাক, বিড়বিড় করুক, যদি আপনি ঘর আবাদ রাখতে চান তবে তার সাথে সেই সময় পর্যন্ত নরমভাবে আচরণ করার মানসিকতা বানিয়ে রাখুন যতক্ষণ না শরীয়ত কঠোরতা করার অনুমতি না দেয়।

৫. যদি নারী বাঁকা চলতে থাকে এবং আপনি ধৈর্যধারণ করতে থাকেন তবে اِنْ شَآءَ الله পুরস্কার ও আখিরাতে সাওয়াবের স্তূপ দেখবেন। রাসূলে পাক صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কামিল ঈমানদারদের মধ্যে সেও অন্তর্ভুক্ত, যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার স্ত্রীর সাথে সবচেয়ে বেশি নরম স্বভাবসম্পন্ন।(১)

৬. যদি স্ত্রী আপনার পছন্দের খাবার না রান্না করতে পারে তবে ধৈর্যধারণ করুন। কেবলমাত্র নফসের সাধারণ স্বাদের জন্য শরীয়তের অনুমতি ছাড়া তাকে বকাঝকা করা, মারামারিতে লিপ্ত হওয়া আখিরাতের ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

৭. যেমন সাধারণ মুসলমানদেরকে মনোকষ্ট দেওয়া হারাম, তেমনই শরয়ী কারণ ছাড়া স্ত্রীর মনোকষ্টেও জাহান্নামের হকদার হয়ে যায়।

৮. যদি কখনো রাগ এসে যায় এবং স্ত্রীর উপর অন্যায়ভাবে মুখ চলে বা শরয়ী কারণ ছাড়া হাত উঠে যায় তবে তাওবা করাও ওয়াজিব এবং ক্ষতিপূরণ দেয়াও আবশ্যক। লজ্জা করা এবং নিজের সম্মানহানি মনে করার পরিবর্তে অত্যন্ত বিনয় ও অনুতাপের সাথে তার কাছে এমনভাবে ক্ষমা চাইবেন যে, তার

---

১. তিরমিযী, কিতাবুর রিদা', ২/৩৮৬, হাদীস: ১১৬৫।

মন পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সে সত্যিই ক্ষমা করে দেয়। আনুষ্ঠানিকভাবে SORRY বলে দেওয়া যথেষ্ট হবে না এবং এভাবে বান্দার হক থেকে নিশ্চিত মুক্তি হবে না। যেমন; অপরাধী, তেমনই ক্ষমা-ক্ষতিপূরণ।

৯. কখনো আপনার ডাকে উত্তর না পেলে অযথা বকাঝকা করা হীনতা ছোট মানসিকতার কাজ, সু-ধারনার মাধ্যমে কাজ আদায় করুন যে, বেচারী হয়তো শুনেনি এবং তার অপারগতা বাধা হয়ে গেলো।

১০. কখনো কাপড় ইস্ত্রি না হলে, খাবারে লবণ-মরিচ কম-বেশি হলে, তাজা খাবার রান্না করে না দিলে, পরের দিনের গরম করে বা ঠান্ডা রেখেই দিলে, বাসন ভালভাবে ধোয়া না হলে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আদেশ দেওয়া বা বকা দেওয়ার পরিবর্তে নরমভাবে বোঝানো ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম হবে। নফস ও শয়তানের চালকে বুঝার চেষ্টা করুন, ঘৃণা বৃদ্ধি করবেন না।

১১. মুখে বললে রাগ আসে এবং অবস্থা বিগড়ে যায়, তবে যদি পক্ষদ্বয় এমন সুযোগে একে অপরকে লিখিতভাবে বোঝানোর অভ্যাস বানায়, তবে اِنْ شَآءَ الله ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না।

১২. হোটেল বা বাজারের খাবারের মতো সুস্বাদু খাবার বানানোর জন্য স্ত্রীর কাছে প্রকাশ্যে দাবি করা নফসের অনুসরণ এবং তা না বানানোর কারণে বিদ্রূপ ও রসিকতা, তিরস্কার ও নিন্দা এবং জবরদস্তি মনে কষ্ট দেয়া শয়তানের খুশির উপলক্ষ্য।

১৩. নিজের পিতামাতা ইত্যাদির অভিযোগের উপর শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করা বা মারা ইত্যাদি অত্যাচার এবং অত্যাচারী জাহান্নামের হকদার। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অত্যাচার জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কারণ।(১)

১৪. নিজের কাজ নিজের হাতে করা সৌভাগ্যের বিষয় এবং মহান সুন্নাত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন যে, সুলতানে মক্কায়ে মুকাররমা, সরদারে মদীনা মুনাওয়ারা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন এবং নিজের নালাঈন মুবারক সেলাই করতেন এবং সেই সব কাজ করতেন যা পুরুষেরা নিজেদের ঘরে করে।(২)

১৫. ছোট ছোট কথায় স্ত্রীকে আদেশ দেওয়া, যেমন এটা তুলে দাও, ওটা রেখে দাও, অমুক জিনিস খুঁজে এনে দাও ইত্যাদি থেকে বাঁচা এবং নিজের কাজ নিজের হাতে করে নেওয়া ঘরকে শান্তির নীড় বানাতে সাহায্য করে।

১৬. নিজের ছোট ছোট কাজের জন্য স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগানো, কাজ-কর্ম এবং ঝাড়ু-মোছার সময়, আটা মাখার সময় এবং মাথা ব্যথা, সর্দি বা অন্যান্য রোগের সময় তাদেরকে কাজের অর্ডার দেওয়া ঘরের পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। যেমন; আপনার ঘুম প্রিয়, অলসতা হয়, মুড অফ হয়, তেমনই সমস্যা নারীরও হয়, বরং পুরুষের তুলনায় নারীর ঘুম বেশি আসে এবং

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০৬, হাদীস: ২০১৭।
২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুশ শামাইল, ৬০/৪, হাদীস: ১৮৫১৪।

তারও রাগ আসতে পারে, তাই মেজাজ বোঝার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

১৭. পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যদি একজনের রাগ আসে, তবে অন্যের চুপ থাকা খুবই জরুরী, কারণ রাগ দ্বারা রাগ দূর করা অনেক সময়) বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

১৮. রান্নাঘরে ব্যস্ততার সময় স্ত্রীর এমনভাবে সমালোচনা করা যে, আলু কাটতে জানে না, টমেটো কাটার নিয়ম জানে না, আদা কি এভাবে কাটে? ইত্যাদি খুবই কষ্টদায়ক এবং ঘৃণার কারণ বুদ্ধিমান সেই, যে স্ত্রীর জায়িযভাবে উৎসাহ প্রদান করতে থাকে এবং নিজের কাজ আদায় করে নিতে থাকে।

১৯. স্বামী-স্ত্রীর সন্তানদের সামনে ঝগড়া করা তাদের চারিত্রের জন্যও ধ্বংসময়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই মাদানী ফুলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার, যার উপর আমল করে স্বামী ঘরকে শান্তির নীড় বানাতে পারে। এছাড়াও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ানগুলোও ঘরে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি এবং ঝগড়া-বিবাদকে মূল থেকে উপড়ে ফেলতে অত্যন্ত উপকারী ও সহায়ক। আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে মীমাংসার রহস্য

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো যে, দীর্ঘ সময় ধরে আমার স্ত্রী এবং মায়ের অর্থাৎ শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে খুব ঝগড়া চলছিল। যার ফল হলো, স্ত্রী রাগ করে বাবার বাড়ি চলে গেল। আমি খুব চিন্তিত ছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম না যে, এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করব। এমন সময় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারার ভিসিডি “ঘর শান্তির নীড় কীভাবে হবে?” আমার হাতে এলো। বিষয় দেখে খুব আশার সাথে এই ভিসিডি নিজেও দেখলাম এবং আমার সম্মানিতা মাকেও দেখালাম এবং একটি ভিসিডি আমার শ্বশুরবাড়িতেও পাঠিয়ে দিলাম। আমার মায়ের এই ভিসিডি এত পছন্দ হলো যে, তিনি তা দুবার দেখলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে আমাকে বলতে লাগলেন: চল বেটা! তোর শ্বশুরবাড়ি যাই। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম যে, মনে হচ্ছে যে কাজ আমি পুরোপুরি ব্যক্তিগত চেষ্টা করেও করতে পারিনি, তা আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মিষ্টি মিষ্টি কথার ধরণ করে দিয়েছে।

আমার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে আম্মা খুব মমতার সাথে আমার স্ত্রীকে মানালেন এবং তাকে ফিরিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন। অন্যদিকে আমার স্ত্রীও ইতিবাচক আচরণ প্রদর্শন করল এবং ঘরে পৌঁছানোর পর দ্বিতীয় দিনই তার শাশুড়িকে বলতে লাগল: আম্মাজান! আমার ঘরটা অনেক বড়, যেখানে অন্য ঘরের লোকেরা যে ঘরে থাকে তা

তুলনামূলকভাবে ছোট, আপনি আমার ঘরটা নিয়ে নিন এবং আমি সেই ছোট ঘরে বসবাস করে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের ঘর যা ফিতনা এবং বিবাদের শিকার ছিল, “ঘর শান্তির নীড় কীভাবে হবে?” ভিসিডির বরকতে শান্তির নীড় হয়ে গেল।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সারা জীবন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাতের অনুসরণ এবং নিজের পরিবারের সাথে সদাচরণ করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

নং	কিতাবের নাম	লেখক/সংকলক	প্রকাশনী
১	কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত: ১৩৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩২ হিঃ
২	তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হুসাইন রাযী (ওফাত: ৬০৬ হিঃ)	দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হিঃ
৩	দুররে মনসূর	ইমাম জালালুদ্দীন ইবনে আবু বকর সুয়ূতী শাফেয়ী (ওফাত: ৯১১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩ হিঃ
৪	তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (ওফাত: ১৩৯১ হিঃ)	মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, লাহোর
৫	খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (ওফাত: ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩২ হিঃ
৬	তাফসীরে কুরতুবী	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আনসারী কুরতুবী (ওফাত: ৬৭১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
৭	সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (ওফাত: ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪১৯ হিঃ
৮	সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী (ওফাত: ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, ১৪১৯ হিঃ
৯	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (ওফাত: ২৭৩ হিঃ)	দারুল মা'রিফা, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
১০	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস সাজিস্তানী (ওফাত: ২৭৫ হিঃ)	দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪২১ হিঃ
১১	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (ওফাত: ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
১২	আল মুসনাদ	ইমাম আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (ওফাত: ২৪১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৪ হিঃ
১৩	আল-মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবারানী (ওফাত: ৩৬০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ

নং	কিতাবের নাম	লেখক/সংকলক	প্রকাশনী
১৪	শু'আবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী বায়হাকী (ওফাত: ৪৫৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিঃ
১৫	ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয আবু শুজা' শীরওয়াইহ ইবনে শাহরদার দায়লামী (ওফাত: ৫০৯ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
১৬	তারিখে ইবনে আসাকির	ইমাম আলী ইবনে হাসান প্রকাশ ইবনে আসাকির (ওফাত: ৫৭১ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হিঃ
১৭	আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব	ইমাম যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম ইবনে আব্দুল কাওয়ী মুনযিরী (ওফাত: ৬৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৮ হিঃ
১৮	কিতাবুল কাবাইর	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান যাহাবী (ওফাত: ৭৪৮ হিঃ)	পেশোয়ার, পাকিস্তান
১৯	মাজমাউয যাওয়াইদ	হাফিয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর হাইসামী (ওফাত: ৮০৭ হিঃ)	দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ
২০	জামেউস সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন ইবনে আবু বকর সুয়ূতী শাফেয়ী (ওফাত: ৯১১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৪২৫ হিঃ
২১	কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দীন হিন্দী বুরহানপুরী (ওফাত: ৯৭৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিঃ
২২	মিরআতুল মানাজীহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (ওফাত: ১৩৯১ হিঃ)	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স
২৩	ফতোওয়ায়ে কাযীখান	ইমাম হাসান ইবনে মনসুর কাযী খান (ওফাত: ৫৯২ হিঃ)	মাকতাবা-ই-হক্কানিয়া, পেশোয়ার
২৪	ফতোওয়ায়ে রযবিয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত: ১৩৪০ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর, ১৪২৩ হিঃ
২৫	বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী (ওফাত: ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী, ১৪৩০ হিঃ
২৬	ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী (ওফাত: ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদির, বৈরুত, ২০০০ ইং
২৭	তানবীহুল গাফিলীন	ফকীহ আবুল্লাইস নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (ওফাত: ৩৭৩ হিঃ)	দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৪২০ হিঃ

www.dawateislami.net

নং	কিতাবের নাম	লেখক/সংকলক	প্রকাশনী
২৮	তাযকিরাতুল আউলিয়া	শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (ওফাত: ৬২৭ হিঃ)	শাব্বীর ব্রাদার্স, লাহোর
২৯	জুলুমের পরিণতি	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩০	লজ্জাশীল যুবক	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩১	বয়ানাতে আত্তারিয়া (২য় খণ্ড)	আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩২	তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

সূচিপত্র

দরূদ শরীফের ফযিলত ১
স্বামীর উপর স্ত্রীর অনুগ্রহ ২
ঘরের সমৃদ্ধিতে স্বামীর ভূমিকা ৪
স্ত্রীর হকের গুরুত্ব ৫
পরিচ্ছন্নতার বিশেষ গুরুত্ব..৭
স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ৮
নিখুঁত স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব ৯
চিন্তার মুহূর্ত ১০
স্ত্রীর ভুল ক্ষমা করার পুরস্কার ১১
হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর ধৈর্যের মতো সাওয়াব.................১২
বদমেজাজী স্ত্রী ও ধৈর্যশীল স্বামী ১৩
প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর আদর্শ........................ ১৪
ঘরের কাজ করা সুন্নত ১৬
ঘরে শিশুর মতো এবং জাতির মধ্যে পুরুষের মতো থাকো........১৮
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক..১৯
ভরণপোষণ ওয়াজিব..২০
যত খরচ তত প্রতিদান ২১
সবচেয়ে বেশি প্রতিদানের দিনার..২১

www.dawateislami.net

মিজানে রাখা প্রথম জিনিস ২২
প্রকৃতির বিধান পরিবর্তনের পরিণতি ২২
নেক কাজের আদেশ দিন ২৫
দাইয়ূ্যস কাকে বলে? ২৬
ঘরের অফিসার ২৭
কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীকে মারার অনুমতি রয়েছে? ৩২
স্ত্রীকে না মারা উত্তম ৩২
অত্যাচারীর পরিণতি ৩৪
কষ্টের বিনিময় ৩৫
অত্যাচারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও ৩৬
যদি মতবিরোধ বেড়ে যায় তবে কী করণীয়? ৩৮
তালাক সম্পর্কিত উপকারী মাদানী ফুল ৩৯
তালাক দেওয়ার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি ৪২
ঘর কীভাবে শান্তির নীড় হবে? ৪৩
বিবাহিত ইসলামী ভাইদের জন্য ১৯টি মাদানী ফুল ৪৩
শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে মীমাংসার রহস্য ৪৮
তথ্যসুত্র ৫০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه.

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৫৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৩৫৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net